‘ক’ সেট

নমুনা উত্তর

এসএসসি-২০১৮

বিষয় ঃ বাংলাদেশ ও বিশ্ব পরিচয় (সৃজনশীল)

(২০১৮ সালের সিলেবাস অনুযায়ী)

বিষয় কোড ঃ ১৫০

সময় : ২ ঘণ্টা ৩০ মিনিট **পূর্ণমান : ৭০**

উত্তরপত্র মূল্যায়নে বিবেচ্য বিষয়সমূহ ঃ

*	প্রতিটি প্রশ্নের একটি নমুনা উত্তর দেওয়া আছে। পরীক্ষার্থীর উত্তর হুবহু এ নমুনা উত্তরের মত চাওয়া প্রত্যাশিত নয়। পরীক্ষার্থীর উত্তর এ নমুনা উত্তরের চেয়ে ভালো, সমমানের বা খারাপ হতে পারে।	
*	প্রদত্ত নমুনা উত্তরের কোন বিকল্প সঠিক উত্তরও থাকতে পারে। উত্তরপত্র মূল্যায়নকারীকে পরীক্ষার্থীর সঠিক বিকল্প উত্তর বিবেচনায় এনে নম্বর প্রদান করতে হবে।	
*	উত্তর লেখার ক্ষেত্রে পরীক্ষার্থীর শব্দ চয়ন, বাক্য গঠন ও উপস্থাপন কৌশল প্রদত্ত নমুনা উত্তর থেকে ভিন্ন হওয়াই স্বাভাবিক।	
*	পরীক্ষার্থীর দক্ষতাস্তরের উপর ভিত্তি করে নম্বর প্রদান করতে হবে। পরীক্ষার্থী প্রত্যাশিত দক্ষতাস্তর অনুযায়ী লিখতে পারলে ঐ দক্ষতাস্তরের জন্য বরাদ্দকৃত পূর্ণ নম্বর পাবে। সেজন্য $^{১}/_{২}$ (অর্ধেক) নম্বর দেওয়া যাবে না।	

নম্বর প্রদান নির্দেশিকা (Rubrics) ও **সম্ভাব্য নমুনা উত্তর** (Sample Answer)

এসএসসি পরীক্ষা ২০১৮

বিষয় ঃ বাংলাদেশ ও বিশ্ব পরিচয় **বিষয় কোড ঃ ১ ৫ ০**

১নং প্রশ্নের (ক) অংশের নম্বর প্রদান নির্দেশিকা

প্রশ্ন নম্বর	নম্বর	**নম্বর প্রদান নির্দেশিকা**
১ (ক)	১	১৯৬৯ সালের ২২ ফেব্রুয়ারি লিখতে পারলে ।
	০	অপ্রাসঙ্গিক উত্তর লিখলে ।

১ নং প্রশ্নের (ক) অংশের সম্ভাব্য নমুনা উত্তর (পূর্ণাঙ্গ)

১৯৬৯ সালের ২২ ফেব্রুয়ারি ।

১ নং প্রশ্নের (খ) অংশের নম্বর প্রদান নির্দেশিকা

প্রশ্ন নম্বর	নম্বর	**নম্বর প্রদান নির্দেশিকা**
১ (খ)	২	পশ্চিম পাকিস্তান কর্তৃক পূর্ব পাকিস্তানের অর্থনৈতিক বৈষম্যের ধারণা ব্যাখ্যা করতে পারলে ।
	১	পশ্চিম পাকিস্তান কর্তৃক পূর্ব পাকিস্তানের অর্থনৈতিক বৈষম্যের ধারণা লিখলে
	০	অপ্রাসঙ্গিক উত্তর লিখলে ।

১ নং প্রশ্নের (খ) অংশের সম্ভাব্য নমুনা উত্তর (পূর্ণাঙ্গ)

১৯৫৫-৫৬ সাল থেকে ১৯৫৯-৬০ সাল পর্যন্ত পূর্ব পাকিস্তান লাভ করেছিল মোট বাজেট বরাদ্দের ১১৩ কোটি ৩ লাখ ৮০ হাজার টাকা, অপরদিকে পশ্চিম পাকিস্তান তখন পেয়েছিল ৫০০ কোটি টাকা । একইভাবে ১৯৬০-৬১ থেকে ১৯৬৪-৬৫ সাল পর্যন্ত পূর্ব পাকিস্তানের জন্য বরাদ্দ ছিল ৬,৪৮০ মিলিয়ন টাকা অপরদিকে পশ্চিম পাকিস্তানের ক্ষেত্রে তার ছিল ২২,২৩০ মিলিয়ন টাকা । ফলে ব্যবসা-বাণিজ্য, শিল্প উৎপাদন, কৃষিসহ অর্থনীতির সকল ক্ষেত্রে পূর্বে পাকিস্তান পশ্চিম পাকিস্তানের চাইতে কয়েকগুণ পিছিয়ে পড়ে ।

১ নং প্রশ্নের (গ) অংশের নম্বর প্রদান নির্দেশিকা

প্রশ্ন নম্বর	নম্বর	**নম্বর প্রদান নির্দেশিকা**
১ (গ)	৩	ভাষা অন্দোলনে ছাত্র সমাজের ভূমিকা ব্যাখ্যাপূর্বক উদ্দীপকের সাথে সম্পর্ক স্থাপন করতে পারলে
	২	ভাষা আন্দোলনের ছাত্র সমাজের ভূমিকা ব্যাখ্যা করতে পারলে ।
	১	ভাষা আন্দোলন লিখলে
	০	ভাষা আন্দোলন লিখতে না পারলে/অপ্রাসঙ্গিক উত্তর লিখলে ।

১ নং প্রশ্নের (গ) অংশের সম্ভাব্য নমুনা উত্তর (পূর্ণাঙ্গ)

ছবিতে প্রদর্শিত আন্দোলনটি ১৯৫২ সালের ভাষা আন্দোলনকে নির্দেশ করে।

১৯৪৮ সালের জানুয়ারি মুসলিম ছাত্রলীগ কর্মসূচি পালনে বিশিষ্ট ভূমিকা পালন করে। পিকেটিং অবস্থায় শেখ মুজিব, শামসুল হক, অলি আহাদসহ ৬৯ গ্রেফতার হওয়ায় ছাত্র সমাজ ধর্মঘট পালন করে। ১৯৪৮ সালের ২১ মার্চ রেসকোর্স ময়দানে এবং ২৪ মার্চ কার্জন হলে মুহাম্মদ আলী জিন্নাহ উর্দুকে রাষ্ট্রভাষা হিসেবে ঘোষণা করলে ছাত্ররা 'না, না' বলে প্রতিবাদ করে। ১৯৫২ সালের ২৬ জানুয়ারি পাকিস্তানের নতুন প্রধানমন্ত্রী খাজা নাজিমুদ্দিন আবারও উর্দুকে রাষ্ট্রভাষা হিসেবে ঘোষণা করলে ছাত্ররা ৩০ জানুয়ারি ধর্মঘট পালন করে। ১৯৫২ সালের ৪ ফেব্রুয়ারি ঢাকায় এবং ২১ ফেব্রুয়ারি দেশব্যাপী সাধারণ ধর্মঘট পালন করে ছাত্রসমাজ। ২১ ফেব্রুয়ারিকে রাষ্ট্রভাষা দিবস পালন করতে ছাত্র সমাজ ১৪৪ ধারা ভঙ্গ করে। এতে পুলিশের গুলিতে শহীন হন সালাম, বরকত, জব্বার, রফিক, শফিকসহ অনেকে। অবশেষে সরকার রাষ্ট্র সরকার রাষ্ট্রভাষার দাবি মেনে নিতে বাধ্য হয়।

উদ্দীপকের ছবিতে ছাত্রদের হাতে বিভিন্ন ধরনের ফেস্টুন দেখা যাচ্ছে। যা আমাদের ১৯৫২ ভাষা আন্দোলনের সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ।

১ নং প্রশ্নের (ঘ) অংশের নম্বর প্রদান নির্দেশিকা

প্রশ্ন নম্বর	নম্বর	**নম্বর প্রদান নির্দেশিকা**
১ (ঘ)	৪	বাঙালি জাতীয়তাবাদ সৃষ্টিতে ভাষা আন্দোলন পরবর্তী সকল আন্দোলনে (৬ দফা, ১৯৭০ নির্বাচন) এর প্রভাব বিশ্লেষণ করতে পারলে
	৩	বাঙালি জাতীয়তাবাদ সৃষ্টিতে ভাষা আন্দোলন পরবর্তী সকল আন্দোলন (৬ দফা, ১৯৭০ নির্বাচন) এর প্রভাব ব্যাখ্যা করতে পারলে।
	২	বাঙালি জাতিয়তাবাদের ধারণা ব্যাখ্যা করতে পারলে।
	১	বাঙালি জাতিয়তাবাদ লিখলে।
	০	অপ্রাসঙ্গিক উত্তর লিখলে।

১ নং প্রশ্নের (ঘ) অংশের সম্ভাব্য নমুনা উত্তর (পূর্ণাঙ্গ)

উদ্দীপকে উল্লিখিত আন্দোলনটি ছিল ১৯৫২ সালের ভাষা আন্দোলন, যা বাঙালি জাতীয়তাবাদ বিকাশে বিশেষ ভূমিকা পালন করে এবং পরবর্তী সকল আন্দোলনে অনুপ্রেরণা যোগায়।

বাংলা ভাষা, ইতিহাস, ঐতিহ্য, সংস্কৃতি ও বাঙালি জাতিগত পরিচয়ে জাতীয় ঐক্য গঠিত হয়। এই জাতীয় ঐক্যেই বাঙালি জাতীয়তাবাদ। বাঙালি জাতীয়তাবাদ বিকাশে এ আন্দোলন সকলকে ঐক্যবদ্ধ করে। পাকিস্তানের প্রতি মোহ কেটে যায়। নিজস্ব জাতিসত্তা সৃষ্টিতে ভাষা ও সংস্কৃতির সম্পর্ক এবং গুরুত্ব পূর্ব বাংলার মানুষের কাছে অধিকতর স্পষ্ট হয়ে উঠে। বাঙালি হিসেবে নিজেদের আত্মপরিচয়, রাজনীতি, অর্থনীতি, শিক্ষা, সংস্কৃতি গড়ে তোলার গুরুত্ব উপলব্ধি করে। ভাষাকেন্দ্রিক এই ঐক্যের জাতীয়তাবাদের মূল ভিত্তি রচনা করে, যা পরবর্তী সময়ে স্বাধীন বাংলাদশ রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। এজন্য ১৯৬৬ সালের ৬ দফা আন্দোলনে জনগণ অকুণ্ঠ সমর্থন জানায়। এতে প্রত্যক্ষভাবে স্বাধীনতার কথা না থাকলেও এ কর্মসূচি বাঙালিদের স্বাধীনতার মন্ত্রে উজ্জীবিত করে। এটা ছিল বাঙালির মুক্তির সনদ। ১৯৭০ সালের নির্বাচনে নিরঙ্কুশ বিজয় বাঙালি জাতীয়তাবাদের রাজনৈতিক বিজয় ঘটে। এ নির্বাচন বাঙালি জাতীয়তাবাদের রাজনৈতিক অগ্রযাত্রাকে মুক্তিযুদ্ধের চরিত্র দান করে।

এজন্য বাঙালি জাতি ও জাতীয়তাবাদ গঠনে ভাষা আন্দোলন ছিল সুতিকাগার। এ আন্দোলন জাতীয়তাবাদ বিকাশের মাধ্যমেই ১৯৬৬ সালের ৬ দফা, ১৯৬৯ সালের গণঅভ্যুত্থান, ১৯৭০ সালের নির্বাচন এবং ১৯৭১ সালের মহান মুক্তিযুদ্ধের মধ্যে দিয়ে স্বাধীন ও সার্বভৌম বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠা লাভ করে।

২ নং প্রশ্নের (ক) অংশের নম্বর প্রদান নির্দেশিকা

প্রশ্ন নম্বর	নম্বর	**নম্বর প্রদান নির্দেশিকা**
২ (ক)	১	বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান কর্তৃক স্বাধীনতার ঘোষণার বাংলা অনুবাদ লিখলে
	০	অপ্রাসঙ্গিক উত্তর লিখলে ।

২ নং প্রশ্নের (ক) অংশের সম্ভাব্য নমুনা উত্তর (পূর্ণাঙ্গ)

"ইহাই হয়তো আমার শেষ বার্তা, আজ হইতে বাংলাদেশ স্বাধীন । আমি বাংলাদেশের জনগণকে আহ্বান জানাইতেছি যে, যে যেখানে আছে, যাহার যা কিছু আছে, তাই নিয়ে রুখে দাঁড়াও, সর্বশক্তি দিয়ে হানাদের বাহিনীকে প্রতিরোধ কর । পাকিস্তান দখলদার বাহিনীর শেষ সৈন্যটিকে বাংলার মাটি হইতে বিতাড়িত না করা পর্যন্ত এবং চূড়ান্ত বিজয় অর্জন না করা পর্যন্ত লড়াই চালিয়ে যাও ।"

২ নং প্রশ্নের (খ) অংশের নম্বর প্রদান নির্দেশিকা

প্রশ্ন নম্বর	নম্বর	**নম্বর প্রদান নির্দেশিকা**
২ (খ)	২	অপারেশন সার্চ লাইট ধারণার ব্যাখ্যা করতে পারলে ।
	১	অপারেশন সার্চ লাইট ধারণা লিখলে ।
	০	অপারেশন সার্চ লাইট ধারণা লিখতে না পারলে/ অপ্রাসঙ্গিক উত্তর লিখলে ।

২ নং প্রশ্নের (খ) অংশের সম্ভাব্য নমুনা উত্তর (পূর্ণাঙ্গ)

১৯৭১ সালের ২৫ মার্চ রাতে শুরু হয় । পৃথিবীর ইতিহাসে বর্বরতম গণহত্যা । ইয়াহিয়া খানের নির্দেশে পাকিস্তান সামরিক বাহিনী নিরস্ত্র বাঙালির উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে । হত্যা করে বহু মানুষকে । রাজারবাগ পুলিশ ক্যাম্প, পিলখানা ইপিআর ক্যাম্প, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়সহ বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ জায়গায় আক্রমণ চালিয়ে নৃশংস গণহত্যা সংঘটিত করে । যা ইতিহাসে অপারেশন সার্চ লাইট বা ২৫ মার্চ কালরাত্রি নামে পরিচিত ।

২ নং প্রশ্নের (গ) অংশের নম্বর প্রদান নির্দেশিকা

প্রশ্ন নম্বর	নম্বর	**নম্বর প্রদান নির্দেশিকা**
২ (গ)	৩	মুজিবনগর সরকারের কাঠামো ব্যাখ্যাপূর্বক উদ্দীপকের সাথে সম্পর্ক স্থাপন করতে পারলে ।
	২	মুজিবনগর সরকারের কাঠামো ব্যাখ্যা করতে পারলে ।
	১	মুজিবনগর সরকার লিখলে
	০	মুজিবনগর সরকার না লিখলে/ অপ্রাসঙ্গিক উত্তর লিখলে ।

২ নং প্রশ্নের (গ) অংশের সম্ভাব্য নমুনা উত্তর (পূর্ণাঙ্গ)

ঘটনাটি বাংলাদেশের মহান মুক্তিযুদ্ধের মুজিবনগর সরকারকে প্রতিফলিত করে ।

মুক্তিযুদ্ধকে সার্বিকভাবে পরিচালনা, সুসংহত করা এবং মুক্তিযুদ্ধের পক্ষে বিশ্ব জনমত গঠনের লক্ষ্যে ১৯৭১ সালের ১০ এপ্রিল ১৯৭০ সালের নির্বাচনে নির্বাচিত প্রতিনিধিদের নিয়ে মুজিবনগর সরকার গঠিত হয় । উক্ত সরকারের কাঠামো নিম্নরূপ ছিল-

১. রাষ্ট্রপতি ও মুক্তিযুদ্ধের সর্বাধিক নায়ক : বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ।

২. উপরাষ্ট্রপতি : সৈয়দ নজরুল ইসলাম (বঙ্গবন্ধুর অবর্তমানে অস্থায়ী রাষ্ট্রপতি)

৩. প্রধানমন্ত্রী : তাজউদ্দিন আহমদ

৪. অর্থমন্ত্রী : এম. মনসুর আলী

৫. স্বরাষ্ট্র, ত্রাণ ও পুনর্বাসনমন্ত্রী : এ. এইচ. এম. কামারুজ্জামান

৬. পররাষ্ট্র ও আইনমন্ত্রী : খন্দকার মোশতাক আহমেদ

উদ্দীপকে ক দেশের সাধারণ নির্বাচনে X দল নির্বাচিত হলে ক্ষমতাসীন দল ক্ষমতা হস্তান্তরে চক্রান্ত শুরু করে। এর প্রেক্ষিতে দেশটিতে আন্দোলন শুরু হয়। পরবর্তীতে একটি ছায়া সরকার গঠিত হয়। উদ্দীপকের ছায়া সরকারের সাথে মুজিবনগর সরকারের সাদৃশ্য রয়েছে।

২ নং প্রশ্নের (ঘ) অংশের নম্বর প্রদান নির্দেশিকা

প্রশ্ন নম্বর	নম্বর	**নম্বর প্রদান নির্দেশিকা**
২ (ঘ)	৪	মুক্তিযুদ্ধ পরিচালনায় ও বিশ্ব জনমত সৃষ্টিতে মুজিবনগর সরকারের কার্যক্রম বিশ্লেষণ করতে পারলে।
	৩	মুক্তিযুদ্ধ পরিচালনা/ বিশ্ব জনমত সৃষ্টিতে মুজিবনগর সরকারের কার্যক্রম যে কোনো একটি বিশ্লেষণ করতে পারলে।
	২	মুক্তিযুদ্ধ পরিচালনায়/বিশ্ব জনমত সৃষ্টিতে মুজিবনগর সরকারের কার্যক্রমের যে কোন একটির কার্যক্রম ব্যাখ্যা করতে পারলে।
	১	মুজিবনগর সরকার কার্যক্রম লিখলে
	০	অপ্রাসঙ্গিক উত্তর লিখলে।

২ নং প্রশ্নের (ঘ) অংশের সম্ভাব্য নমুনা উত্তর (পূর্ণাঙ্গ)

উদ্দীপকে মুজিবনগর সরকারের কার্যক্রম আলোচনা করা হয়েছে।

মুক্তিযুদ্ধকে সঠিকভাবে পরিচালনা, সংসহত করা এবং মুক্তিযুদ্ধের পক্ষে বিশ্ব জনমত গঠিন করা ছিল মুজিবনগর সরকারের প্রধান উদ্দেশ্য। এ সরকার ২০ এপ্রিল বাংলাদেশকে ৪টি সামরিক জোনে ভাগ করে। ১১ এপ্রিল তা ১১টি সেক্টকে বিভক্ত করে যুদ্ধ পরিচালনা করে। সেক্টরগুলোকে সাব-সেক্টরে ভাগ করা হয়। ৩টি ব্রিগেড ফোর্স গঠন করা হয়। প্রতিটি সেক্টরেই সেনা, গেরিলা ও সাধারণ যোদ্ধা ছিল। মুক্তিফৌজ নামে এ সাধারণ যোদ্ধাদের অন্তর্ভুক্ত ছিল ছাত্র, শিক্ষক, যুবক, নারী, পুরুষ, কৃষক, শ্রমিক, রাজনৈতিক কর্মী, সমর্থকসহ বিভিন্ন শ্রেণি ও পেশার মানুষ। তারা কাধে কাধে মিলিয়ে জীবন বাজি রেখে যুদ্ধ করে জলে, স্থলে পাকিস্তানি বাহিনীকে পরাজিত করে।

এ সরকার বাঙালি কর্মকর্তাদের নিয়ে প্রশাসনিক কাজ করে। এতে ১২টি মন্ত্রণালয় বা বিভাগ ছিল। বিশ্বের বিভিন্ন দেশের গুরুত্বপূর্ণ শহরে বাংলাদেশ সরকারের মিশন স্থাপন করে। এসব মিশনে বাংলাদেশ সরকারের পক্ষে প্রচারণা ও সমর্থন আদায়ের চেষ্টা করা হয়। সরকার বিচারপতি আবু সাঈদ চৌধুরীকে বিশ্ব নেতৃত্ব ও জনমতের সমর্থন আদায়ের জন্য বিশেষ দূত নিয়োগ করেন।

সুতরাং মুজিবনগর সরকারের উপরিউক্ত কার্যক্রমের ফলে ১৯৭১ সালের ১৬ ডিসেম্বর আমরা বিজয় অর্জন করি।

৩ নং প্রশ্নের (ক) অংশের নম্বর প্রদান নির্দেশিকা

প্রশ্ন নম্বর	নম্বর	**নম্বর প্রদান নির্দেশিকা**
৩ (ক)	১	কেন্দ্রাতিগ শক্তির ধারণা লিখলে
	০	কেন্দ্রাতিগ শক্তির ধারণা না লিখলে/ অপ্রাসঙ্গিক উত্তর লিখলে ।

৩ নং প্রশ্নের (ক) অংশের সম্ভাব্য নমুনা উত্তর (পূর্ণাঙ্গ)

পৃথিবী তার অক্ষ বা মেরুদন্ডের উপর থিকে চারিদিকে দ্রুত বেগে ঘুরছে বলে তার পৃষ্ঠ থেকে তরল পানিরাশি চতুর্দিকে ছিটকে যাওয়ার প্রবণতা রয়েছে । একেই কেন্দ্রাতিগ শক্তি বলে ।

৩ নং প্রশ্নের (খ) অংশের নম্বর প্রদান নির্দেশিকা

প্রশ্ন নম্বর	নম্বর	**নম্বর প্রদান নির্দেশিকা**
৩ (খ)	২	উত্তর গোলার্ধে গ্রীষ্মকাল ও দক্ষিণ গোলার্ধে শীতকাল ধারণাটি বার্ষিক গতি/ঋতু পরিবর্তনের আলোকে ব্যাখ্যা করতে পারলে ।
	১	বার্ষিক গতি/ঋতু পরিবর্তন যে কোন একটি লিখলে ।
	০	অপ্রাসঙ্গিক উত্তর লিখলে ।

৩ নং প্রশ্নের (খ) অংশের সম্ভাব্য নমুনা উত্তর (পূর্ণাঙ্গ)

পৃথিবীর বার্ষিক গতির ফলে ঋতু পরিবর্তন হয় । আর ঋতু পরিবর্তনের সময় উত্তর গোলার্ধে যখন গ্রীষ্মকাল থাকে, তখন দক্ষিণ গোলার্ধে শীতকাল হয় । ২১ শে জুন সূর্যের উত্তরায়নের শেষ দিন । এই দিন সূর্যরশ্মি কর্কটক্রান্তির উপর লম্বভাবে পতিত হয় । ফলে ঐদিন এখানে দীর্ঘতম দিন এবং ক্ষুদ্রতম রাত্রি হয় । ২১ জুনের দেড়মাস পূর্ব থেকে দেড়মাস পর পর্যন্ত মোট তিনমাস উত্তর গোলার্ধে উত্তাপ বেশি থাকে । এ সময় উত্তর গোলার্ধে গ্রীষ্মকাল । এ সময়ে সূর্যের তীর্যক কিরণের জন্য দক্ষিণ গোলার্ধে দিন ছোট ও রাত বড় বলে সেখানে তখন শীতকাল ।

৩ নং প্রশ্নের (গ) অংশের নম্বর প্রদান নির্দেশিকা

প্রশ্ন নম্বর	নম্বর	**নম্বর প্রদান নির্দেশিকা**
৩ (গ)	৩	বৃহস্পতি গ্রহের ধারণাটি ব্যাখ্যাপূর্বক উদ্দীপকের সাথে সম্পর্ক স্থাপন করতে পারলে ।
	২	বৃহস্পতি গ্রহের ধারণাটি ব্যাখ্যা করতে পারলে
	১	বৃহস্পতি গ্রহ লিখলে
	০	বৃহস্পতি গ্রহ না লিখলে/ অপ্রাসঙ্গিক উত্তর লিখলে ।

৩ নং প্রশ্নের (গ) অংশের সম্ভাব্য নমুনা উত্তর (পূর্ণাঙ্গ)

উদ্দীপকের প্রথম গ্রহটি হলো বৃহস্পতি ।

সৌরজগতের ৮টি গ্রহের মধ্যে বৃহস্পতি সর্ববৃহৎ গ্রহ । এর ব্যাস ১,৪২,০০০ কিমি. এটি সূর্য থেকে প্রায় ৭৭.৮ কোটি কি. মি. দূরে । বৃহস্পতি ১২ বছরে একবার সূর্যকে এবং ৯ ঘন্টা ৫৩ মিনিটে নিজ অক্ষে একবার আবর্তন করে । এ গ্রহে গভীর বায়ুমন্ডল আছে । এর ১৬টি উপগ্রহ আছে ।

সুতরাং উদ্দীপকে ভূগোল বিষয়ের শিক্ষক জনাব মতিউর রহমান সৌরজগতের সর্ববৃহৎ গ্রহ হিসেবে বৃহস্পতির আলোচনাই প্রথম করেছেন ।

৩ নং প্রশ্নের (ঘ) অংশের নম্বর প্রদান নির্দেশিকা

প্রশ্ন নম্বর	নম্বর	**নম্বর প্রদান নির্দেশিকা**
৩(ঘ)	৪	পৃথিবী গ্রহের ব্যাখ্যাপূর্বক উদ্দীপকের সাথে সম্পর্ক স্থাপন করে জীবজন্তু ও উদ্ভিদের জীবন ধারণের জন্য আদর্শ তা বিশ্লেষণ করতে পারলে ।
	৩	পৃথিবী গ্রহের ব্যাখ্যাপূর্বক উদ্দীপকের সাথে সম্পর্ক স্থাপন করতে পারলে ।
	২	পৃথিবী গ্রহের ব্যাখ্যা করতে পারলে
	১	পৃথিবী গ্রহ লিখলে
	০	পৃথিবী গ্রহ লিখতে না পারলে/ অপ্রাসঙ্গিক উত্তর লিখলে ।

৩ নং প্রশ্নের (ঘ) অংশের সম্ভাব্য নমুনা উত্তর (পূর্ণাঙ্গ)

উদ্দীপকে পরে আলোচিত গ্রহটি হলো পৃথিবী ।

পৃথিবীতে রয়েছে অক্সিজেন, নাইট্রোজেন ও কার্বন-ডাই-অক্সাইড । ভূ-ত্বকে প্রয়োজনীয় পানি রয়েছে । সূর্য থেকে পৃথিবীর গড় দূরত্ব ১৫ কোটি কিলোমিটার । পৃথিবী পৃষ্ঠের গড় তাপমাত্রা ১৩.৯০ সেলসিয়াস ।

উদ্দীপকে ভূগোল শিক্ষক মতিউর রহমান সূর্যের তৃতীয় নিকটতম যে গ্রহটি নিয়ে আলোচনা করেন, তা হচ্ছে পৃথিবী ।

সুতরাং পৃথিবীর বায়ুমন্ডলে নাইট্রোজেন ও অক্সিজেনের প্রাধান্য রয়েছে । সকল প্রাণির জন্য অক্সিজেন অত্যাবশ্যক । পৃথিবী সূর্য থেকে আলো ও তাপ পায় । সূর্যের আলোর মাধ্যমেই পৃথিবীতে প্রাণের স্পন্দন এবং জীবজগৎ টিকে আছে ।

৪ নং প্রশ্নের (ক) অংশের নম্বর প্রদান নির্দেশিকা

প্রশ্ন নম্বর	নম্বর	**নম্বর প্রদান নির্দেশিকা**
৪ (ক)	১	টি এইচ গ্রিনের মতে আইনের ধারণা লিখতে পারলে ।
	০	অপ্রাসঙ্গিক উত্তর লিখলে ।

৪ নং প্রশ্নের (ক) অংশের সম্ভাব্য নমুনা উত্তর (পূর্ণাঙ্গ)

টি.এইচ,গ্রীনের মতে "রাষ্ট্র কর্তৃক আরোপিত অধিকার এবং বাধ্যবাধকতাসমূহ আইন ।"

৪ নং প্রশ্নের (খ) অংশের নম্বর প্রদান নির্দেশিকা

প্রশ্ন নম্বর	নম্বর	**নম্বর প্রদান নির্দেশিকা**
৪ (খ)	২	সুশাসনের জন্য আইনের প্রয়োজনীয়তার ধারণাটি ব্যাখ্যা করতে পারলে ।
	১	সুশাসনের জন্য আইনের প্রয়োজনীয়তার ধারণাটি লিখলে ।
	০	অপ্রাসঙ্গিক উত্তর লিখলে ।

৪ নং প্রশ্নের (খ) অংশের সম্ভাব্য নমুনা উত্তর (পূর্ণাঙ্গ)

সুশাসন প্রতিষ্ঠায় আইনের অনুশাসন অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ । রাষ্ট্রে আইনের অনুশাসন প্রতিষ্ঠিত হলে সকল নাগরিক সমানভাবে স্বাধীনতা ও রাষ্ট্র প্রদত্ত সুযোগ সুবিধা পেতে পারে । কেউ কারো অধিকার ক্ষুণ্ন করতে পারে না । এর ফলে সমাজে সুশাসন প্রতিষ্ঠিত হয় ।

৪ নং প্রশ্নের (গ) অংশের নম্বর প্রদান নির্দেশিকা

প্রশ্ন নম্বর	নম্বর	**নম্বর প্রদান নির্দেশিকা**
৪ (গ)	৩	সার্বভৌমত্বের ধারণা ব্যাখ্যাপূর্বক উদ্দীপকের সাথে সম্পর্ক স্থাপন করতে পারলে ।
	২	সার্বভৌমত্বের ধারণা ব্যাখ্যা করলে
	১	সার্বভৌমত্ব লিখলে ।
	০	সার্বভৌমত্ব লিখতে না পারলে/ অপ্রাসঙ্গিক উত্তর লিখলে ।

৪ নং প্রশ্নের (গ) অংশের সম্ভাব্য নমুনা উত্তর (পূর্ণাঙ্গ)

? চিহ্নিত স্থানে 'সার্বভৌমত্ব' উপাদানটিকে নির্দেশ করা হয়েছে ।

সার্বভৌমত্ব রাষ্ট্রের মূখ্য উপাদান । এটি রাষ্ট্রের চরম ও চূড়ান্ত ক্ষমতা । সার্বভৌমত্ব প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে রাষ্ট্রের পূর্ণতা পাবে । যে ক্ষমতা বলে রাষ্ট্র তার অভ্যন্তরীণ ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানের উপর কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠিত করে এবং বহি:শক্তির নিয়ন্ত্রণ ও হস্তক্ষেপ থেকে রাষ্ট্রকে মুক্ত রাখে তাকেই সার্বভৌম ক্ষমতা বলে ।

সুতরাং উদ্দীপকে ? চিহ্নিত স্থানে সার্বভৌম উপাদানটি নির্দেশ করে ।

৪ নং প্রশ্নের (ঘ) অংশের নম্বর প্রদান নির্দেশিকা

প্রশ্ন নম্বর	নম্বর	**নম্বর প্রদান নির্দেশিকা**
৪ (ঘ)	৪	নির্দিষ্ট ভূখন্ড ধারণাটি ব্যাখ্যা করে উদ্দীপকের সাথে সম্পর্ক স্থাপনপূর্বক রাষ্ট্র গঠনের উপাদানের গুরুত্ব বিশ্লেষণ করতে পারলে ।
	৩	নির্দিষ্ট ভূখন্ড ধারণাটি ব্যাখ্যাপূর্বক উদ্দীপকের সাথে সম্পর্ক স্থাপন করতে পারলে ।
	২	নির্দিষ্ট ভূখন্ড ধারণাটি ব্যাখ্যা করতে পারলে ।
	১	নির্দিষ্ট ভূ-খন্ড উপাদানটি ছাড়া রাষ্ট্র গঠিত হতে পারে না লিখলে
	০	অপ্রাসঙ্গিক উত্তর লিখলে ।

৪ নং প্রশ্নের (ঘ) অংশের সম্ভাব্য নমুনা উত্তর (পূর্ণাঙ্গ)

আমি মনে করি যে, 'নির্দিষ্ট ভূ-খন্ড' উপাদানটি ছাড়া কোনো রাষ্ট্র গঠিত হতে পারে না ।

'নির্দিষ্ট ভূ-খন্ড' হচ্ছে রাষ্ট্রের অপরিহার্য দ্বিতীয় উপাদান । প্রত্যেক রাষ্ট্রই একটি নির্দিষ্ট ভৌগলিক সীমারেখা দ্বারা পরিবেষ্টিত । নির্দিষ্ট ভূ-খন্ড বলতে নির্দিষ্ট স্থলভাগ, সমুদ্রসীমা, আকাশসীমাও বোঝায় । ভূ-খন্ড বিশাল বড় বা ছোট হতে পারে । যেমন : রাশিয়ার আয়তন বিশাল । আবার ছোট আয়তনের রাষ্ট্র হলো সুইজারল্যান্ড, ব্রুনাই ইত্যাদি । অনেক সময় রাষ্ট্রের ভূ-খন্ড বেশ কয়েকটি দ্বীপের সমষ্টি হতে পারে । যেমন- জাপান, মালয়েশিয়া, ইন্দোনেশিয়া ইত্যাদি ।

উদ্দীপকে জনসমষ্টি, নির্দিষ্ট ভূ-খন্ড, সরকার ও সার্বভৌমত্ব এ ৪টি উপাদান লক্ষ্য করা যায় । কাজেই একটি রাষ্ট্র ।

সুতরাং জনসমষ্টি, নির্দিষ্ট ভূ-খন্ড, সরকার ও সার্বভৌমত্ব এই চারটি উপাদান নিয়ে রাষ্ট্র গঠিত হয় । রাষ্ট্রের যে কোনো একটি উপাদান না হলে রাষ্ট্র গঠিত হতে পারে না । তাই নির্দিষ্ট ভূ-খন্ড উপাদানটি ছাড়া কোনো রাষ্ট্র গঠিত হতে পারে না ।

৫ নং প্রশ্নের (ক) অংশের নম্বর প্রদান নির্দেশিকা

প্রশ্ন নম্বর	নম্বর	**নম্বর প্রদান নির্দেশিকা**
৫ (ক)	১	পানির ব্যবস্থাপনার ধারণা লিখতে পারলে ।
	০	পানির ব্যবস্থাপনার ধারণা লিখতে না পারলে/ অপ্রাসঙ্গিক উত্তর লিখলে ।

৫ নং প্রশ্নের (ক) অংশের সম্ভাব্য নমুনা উত্তর (পূর্ণাঙ্গ)

সারা বছর পানির প্রাপ্তি, প্রবাহ ও বন্টন নিশ্চিত করার লক্ষে পানির সুষ্ঠু পরিকল্পিত প্রাপ্যতা ও ব্যবহারকে পানির ব্যবস্থাপনা বলা হয় ।

৫ নং প্রশ্নের (খ) অংশের নম্বর প্রদান নির্দেশিকা

প্রশ্ন নম্বর	নম্বর	**নম্বর প্রদান নির্দেশিকা**
৫ (খ)	২	জলবিদ্যুৎ এর ধারণা ব্যাখ্যা করতে পারলে ।
	১	জলবিদ্যুৎ এর ধারণা লিখতে পারলে ।
	০	জলবিদ্যুৎ এর ধারণা লিখতে না পারলে/ অপ্রাসঙ্গিক উত্তর লিখলে ।

৫ নং প্রশ্নের (খ) অংশের সম্ভাব্য নমুনা উত্তর (পূর্ণাঙ্গ)

নদী ও জলপ্রপাতের পানির বেগ ব্যবহার করে টার্বাইন যন্ত্রের সাহায্যে যে বিদ্যুৎ উৎপাদন করা হয় তাকে জলবিদ্যুৎ বলা হয় । জলবিদ্যুৎ একটি নবায়নযোগ্য শক্তি ।

৫ নং প্রশ্নের (গ) অংশের নম্বর প্রদান নির্দেশিকা

প্রশ্ন নম্বর	নম্বর	**নম্বর প্রদান নির্দেশিকা**
৫ (গ)	৩	রুপার পরিবারের ভ্রমণকৃত নদীটি চিহ্নিত করে মেঘনা নদীর গতিপথ ব্যাখ্যাপূর্বক উদ্দীপকের সাথে সম্পর্ক স্থাপন করতে পারলে ।
	২	মেঘনা নদীর গতিপথ ব্যাখ্যা করতে পারলে ।
	১	মেঘনা নদী লিখতে পারলে ।
	০	মেঘনা নদী লিখতে না পারলে/ অপ্রাসঙ্গিক উত্তর লিখলে ।

৫ নং প্রশ্নের (গ) অংশের সম্ভাব্য নমুনা উত্তর (পূর্ণাঙ্গ)

উদ্দীপকে রুপার ভ্রমণকৃত নদীটি মেঘনা ।

মেঘনা নদী সৃষ্টি হয়েছে সিলেট জেলার সুরমা ও কুশিয়ারার মিলিতস্থলে । সুনামগঞ্জ জেলার আজমিরীগঞ্জের কাছে কালনী নামে দক্ষিণ পশ্চিম দিকে অগ্রসর হয়ে মেঘনা নাম ধারণ করেছে । এটি ভৈরব বাজার অতিক্রম করে পুরাতন ব্রহ্মপুত্রের সাথে মিলিত হয়েছে । মুন্সিগঞ্জের কাছে বুড়িগঙ্গা, ধলেশ্বরী ও শীতলক্ষার মিলিত জলধারাই মেঘনায় এসে যুক্ত হয়েছে । সেখান থেকে চাঁদপুরের কাছে পদ্মার সাথে মিলিত হয়ে মোহনার সৃষ্টি হয়েছে ।

উদ্দীপকে রুপা তার পরিবার আজমিরীগঞ্জ থেকে নৌপথে তারা চাঁদপুরে পৌঁছে । পথিমধ্যে তারা অনেক জলধারার মিলনস্থল দেখতে পায় । সুতরাং উদ্দীপকের নদীটি মেঘনা ।

৫ নং প্রশ্নের (ঘ) অংশের নম্বর প্রদান নির্দেশিকা

প্রশ্ন নম্বর	নম্বর	**নম্বর প্রদান নির্দেশিকা**
৫ (ঘ)	৪	যাতায়াত ও বাণিজ্যের ক্ষেত্রে নদীপথ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে তা বিশ্লেষণ করতে পারলে
	৩	যাতায়াত/বাণিজ্যে নদীপথের ভূমিকা যে কোন একটি বিশ্লেষণ করতে পারলে ।
	২	যাতায়াত/বাণিজ্যে নদীপথে ভূমিকা যে কোন একটি ব্যাখ্যা করলে
	১	যাতায়াত ও বাণিজ্যে লিখলে
	০	অপ্রাসঙ্গিক উত্তর লিখলে ।

৫ নং প্রশ্নের (ঘ) অংশের সম্ভাব্য নমুনা উত্তর (পূর্ণাঙ্গ)

নদীপথ যাতায়াত ও বাণিজ্যে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে ।

নদীমাতৃক দেশে যাতায়াত ব্যবস্থার একটি উল্লেখযোগ্য অংশ নদীগুলোই বহন করছে । পদ্মা, যমুনা, মেঘনা, কর্ণফুলী, সুরমা, কুশিয়ারা, মাতামুহুরী, আত্রাই, মধুমতী, গড়াই ইত্যাদি নদী যাত্রী পরিবহন সেবায় বড় ধরনের ভূমিকা পালন করে থাকে । নদী পথকেই সকলে ব্যস্ততম পথ বলে বিবেচনা করে থাকে । এদেশে নদীপথের দৈর্ঘ্য প্রায় ৯৮৩৩ কিলোমিটার । এর মধ্যে ৩,৮৬৫ কিলোমিটার বছরের সব সময় নৌ চলাচল করে থাকে । বাংলাদেশে নদীপথে নৌকা, লঞ্চ, ট্রলার, স্টিমার, নৌট্রাক ইত্যাদি পরিবহনে লক্ষ লক্ষ মানুষ নিজেদের গন্তব্যে পৌঁছাতে সক্ষম হচ্ছে । বাংলাদেশের অভ্যন্তরীণ নৌপথে দেশের মোট বাণিজ্যিক মালামালের ৭৫ শতাংশ আনা- নেওয়া করা হয় । দেশে প্রায় সবকটি নদীপথেই সরকারি বেসরকারি উদ্যোগে লক্ষ লক্ষ টন মালামাল পরিবহন করা হয়ে থাকে । বর্ষাকালে বেশির ভাগ পণ্যই নৌপথে পরিবহন করা হয় । দেশের কৃষি, শিল্প ও মৎস্য সম্পদের বিকাশ ঘটাতে নৌ পরিবহানের কোন বিকল্প নেই । এর জন্য সরকারসহ সকল সরকারি বেসরকারি প্রতিষ্ঠান এ সংস্থাকে বাংলাদেশের নৌ বাণিজ্যকে গতিশীল করার জন্য সুদূরপ্রসারী পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়নে এগিয়ে আসতে হবে । তাহলে বাংলাদেশের নদী সর্বোচ্চ ব্যবহার ঘটিয়ে বাংলাদেশ দ্রুত অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি অর্জন করতে সক্ষম হবে ।

৬ নং প্রশ্নের (ক) অংশের নম্বর প্রদান নির্দেশিকা

প্রশ্ন নম্বর	নম্বর	**নম্বর প্রদান নির্দেশিকা**
৬ (ক)	১	বাংলাদেশ জাতিসংঘ শিশু তহবিল (ইউনিসেফ) এর কাজের ধারণা লিখতে পারলে ।
	০	অপ্রাসঙ্গিক উত্তর লিখলে ।

৬ নং প্রশ্নের (ক) অংশের সম্ভাব্য নমুনা উত্তর (পূর্ণাঙ্গ)

দেশের সুবিধাবঞ্চিত শিশু ও মেয়ে শিশুদের মৌলিক অধিকার আদায়ের লক্ষে বিশেষত শিক্ষা ও চিকিৎসা নিশ্চিত করার জন্য ইউনিসেফ কাজ করছে ।

৬ নং প্রশ্নের (খ) অংশের নম্বর প্রদান নির্দেশিকা

প্রশ্ন নম্বর	নম্বর	**নম্বর প্রদান নির্দেশিকা**
৬ (খ)	২	জাতিসংঘে বাংলাদেশের শান্তিরক্ষী বাহিনীর ভূমিকা ব্যাখ্যা করতে পারলে ।
	১	জাতিসংঘে বাংলাদেশের শান্তিরক্ষী বাহিনীর ভূমিকার ধারণা লিখতে পারলে ।
	০	অপ্রাসঙ্গিক উত্তর লিখলে ।

৬ নং প্রশ্নের (খ) অংশের সম্ভাব্য নমুনা উত্তর (পূর্ণাঙ্গ)

জাতিসংঘের শান্তিরক্ষা মিশনগুলোতে বাংলাদেশের অবদান ঈর্ষাহীন । বাংলাদেশি সৈন্যদের অভ্যূতপবূর্ব সাফল্য বিশ্বব্যাপী শান্তি প্রতিষ্ঠার মডেল হিসেবে এবং শান্তিপ্রিয় জাতি হিসেবে বাংলাদেশ পরিচিতি পেয়েছে । শান্তিরক্ষী বাহিনীতে কাজ করতে গিয়ে বাংলাদেশি সৈন্যরা পেয়েছে স্থানীয় মানুষের ভালবাসা, শ্রদ্ধা । সিয়েরা লিওনে বাংলা ভাষা পেয়েছে সেই দেশের দ্বিতীয় রাষ্ট্রভাষার মর্যাদা । তাছাড়া বিশ্ব শান্তি প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে এ পর্যন্ত ৮৮জন সৈন্য শহীদ হয়েছেন । বাংলাদেশের সৈন্যরা প্রমাণ করেছে শান্তির জন্য জীবন দিতে রাজি ।

৬ নং প্রশ্নের (গ) অংশের নম্বর প্রদান নির্দেশিকা

প্রশ্ন নম্বর	নম্বর	**নম্বর প্রদান নির্দেশিকা**
৬ (গ)	৩	জাতিসংঘের পটভূমি ব্যাখ্যাপূর্বক উদ্দীপকের সাথে সম্পর্ক স্থাপন করতে পারলে ।
	২	জাতিসংঘের পটভূমি ব্যাখ্যা করতে পারলে ।
	১	জাতিসংঘ লিখলে
	০	জাতিসংঘ না লিখলে/ অপ্রাসঙ্গিক উত্তর লিখলে ।

৬ নং প্রশ্নের (গ) অংশের সম্ভাব্য নমুনা উত্তর (পূর্ণাঙ্গ)

জাতিসংঘের সাদৃশ্য রয়েছে ।

যুদ্ধ কখনও জাতিতে জাতিতে সংকট নিরসনের পথ হতে পারে না । যুদ্ধ ডেকে আনে ভয়ঙ্কর ধ্বংসলীলা এবং মানবজাতির জন্য অবর্ণনীয় দুর্ভোগ এবং অশান্তি । বিশ শতকের ইতিহাসে পৃথিবী জুড়ে দু'টি বিশ্বযুদ্ধ ঘটে গেছে । গত শতকের প্রথমদিকে প্রথম বিশ্বযুদ্ধ (১৯১৪-১৯১৯) এবং ৪০ এর দশকে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ (১৯৩৯-৪৫) সংঘটিত হয় । এরই পরিপ্রেক্ষিতে প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পরে ১৯২০ সালের ১০ জানুয়ারি বিশ্বে শান্তি প্রতিষ্ঠার লক্ষে 'লীগ অব নেশনস' সৃষ্টি হয়েছিল । কিন্তু 'লীগ অব নেশনস' এর সাংগঠনিক দুর্বলতা ও অন্যান্য কারণে বিশ্বশান্তি বিধানে তা ব্যর্থ হয় । ১৯৩৯ সালে পুনরায় দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের ধ্বংসলীলা পৃথিবীকে গ্রাস করে । দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের ভয়াবহতা বিশ্ব বিবেককে ভীষণ আতঙ্কিত করে তোলে এবং নাড়া দেয় । এ প্রেক্ষাপটে বিশ্বের তৎকালীন নেতৃবৃন্দ বিশ্বের শান্তি ও নিরাপত্তা বিধানের জন্য

আর একটি নতুন আন্তর্জাতিক সংস্থা গঠনের প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করেন। যার ফলশ্রুতিতে জাতিসংঘ আত্মপ্রকাশ করে। বিশ্বশান্তি প্রতিষ্ঠা করাই ছিল জাতিসংঘের মূল উদ্দেশ্য।

উদ্দীপকে ফরিদপুর শহরের দুটি এলাকার মধ্যে ফুটবল খেলা নিয়ে সংঘর্ষ শুরু হলে অনেক লোক আহত হয়। এই অবস্থায় স্বাধীন একটি সামাজিক ও সাংস্কৃতিক সংগঠন এর শান্তিপূর্ণ মিমাংসা করে। উদ্দীপকের স্থানীয় সংস্থার কর্মকান্ডের সাথে জাতিসংঘের কর্মকান্ডের সাদৃশ্য রয়েছে।

৬ নং প্রশ্নের (ঘ) অংশের নম্বর প্রদান নির্দেশিকা

প্রশ্ন নম্বর	নম্বর	**নম্বর প্রদান নির্দেশিকা**
৬ (ঘ)	৪	সিডিও সনদ ব্যাখ্যাপূর্বক উদ্দীপকের সাথে সম্পর্ক স্থাপন করে জাতিসংঘের ভূমিকা বিশ্লেষণ করতে পারলে।
	৩	সিডিও সনদ ব্যাখ্যাপূর্বক উদ্দীপকের সাথে সম্পর্ক স্থাপন করতে পারলে।
	২	সিডিও সনদ ব্যাখ্যা করতে পারলে।
	১	নারীর প্রতি সকর প্রকার বৈষম্য বিলোপ সাধনে জাতিসংঘ সিডও সনদ গ্রহণ করে লিখতে পারলে।
	০	অপ্রাসঙ্গিক উত্তর লিখলে।

৬ নং প্রশ্নের (ঘ) অংশের সম্ভাব্য নমুনা উত্তর (পূর্ণাঙ্গ)

নারীর প্রতি সকল প্রকার বৈষম্য বিলোপ সাধনে সিডও সনদ জাতিসংঘে গৃহীত হয়।

সিডও সনদে স্বীকার করা হয় যে, বিভিন্ন দেশে নারীর আইনগত অধিকার বলবৎ থাকলেও বৈষম্য রয়েছে এবং অর্থনৈতিক ও সামাজিক উন্নয়নে নারীর প্রবেশাধিকার খর্ব করার মাধ্যমেই তা করা হয়ে থাকে। এই সনদ নারীর প্রতি রাষ্ট্রের দায়িত্বকে নিশ্চিত করে।

উদ্দীপকে পল্লবের পিতা বলে, দ্বন্দ্ব সংঘাত, ক্ষুধা, দারিদ্রসহ নারীর প্রতি সকল প্রকার বৈষম্য দূর করতে একটি আন্তর্জাতিক সংগঠন কথা বলেছেন। এই আন্তর্জাতিক সংগঠনটি জাতিসংঘ। জাতিসংঘ নারীর প্রতি সকল প্রকার বৈষম্য বিলোপ সনদ সিডও গ্রহণ করেন।

সুতরাং আন্তর্জাতিক নারী নির্যাতন প্রতিরোধ দিবস, নারী নির্যাতন প্রতিরোধ পক্ষ এবং বিশ্ব নারী দিবস হিসেবে ঘোষণার মাধ্যমে জাতিসংঘ নারীর অবস্থানকে অনেক উন্নত করার প্রয়াস চালিয়ে যাচ্ছে।

৭ নং প্রশ্নের (ক) অংশের নম্বর প্রদান নির্দেশিকা

প্রশ্ন নম্বর	নম্বর	**নম্বর প্রদান নির্দেশিকা**
৭ (ক)	১	উপযোগের ধারণা লিখতে পারলে ।
	০	উপযোগের ধারণা লিখতে না পারলে/ অপ্রাসঙ্গিক উত্তর লিখলে ।

৭ নং প্রশ্নের (ক) অংশের সম্ভাব্য নমুনা উত্তর (পূর্ণাঙ্গ)

কোনো দ্রব্যের মানুষের অভাব পূরণের ক্ষমতাকে উপযোগ বলে ।

৭ নং প্রশ্নের (খ) অংশের নম্বর প্রদান নির্দেশিকা

প্রশ্ন নম্বর	নম্বর	**নম্বর প্রদান নির্দেশিকা**
৭ (খ)	২	মূলধনের ধারণা ব্যাখ্যা করতে পারলে ।
	১	মূলধনের ধারণা লিখতে পারলে ।
	০	মূলধনের ধারণা লিখতে না পারলে/ অপ্রাসঙ্গিক উত্তর লিখলে ।

৭ নং প্রশ্নের (খ) অংশের সম্ভাব্য নমুনা উত্তর (পূর্ণাঙ্গ)

উৎপাদনের উৎপাদিত উপাদানকে মূলধন বলে । মূলধন হলো সেই ধরনের সম্পদ যা সরাসরি ভোগ করা হয় না কিন্তু যা কাজে লাগিয়ে অধিকতর উৎপাদন করা হয় । যেমন- যন্ত্রপাতি, কলকারখানা, উৎপাদন কাজে ব্যবহৃত ভবন, অর্থ ইত্যাদি ।

৭ নং প্রশ্নের (গ) অংশের নম্বর প্রদান নির্দেশিকা

প্রশ্ন নম্বর	নম্বর	**নম্বর প্রদান নির্দেশিকা**
৭ (গ)	৩	B দেশটির অর্থ ব্যবস্থা চিহ্নিত করে মিশ্র অর্থব্যবস্থার ব্যাখ্যাপূর্বক উদ্দীপকের সাথে সম্পর্ক স্থাপন করতে পারলে ।
	২	মিশ্র অর্থব্যবস্থার ধারণার ব্যাখ্যা করতে পারলে ।
	১	মিশ্র অর্থব্যবস্থা লিখলে
	০	মিশ্র অর্থব্যবস্থা না লিখলে/ অপ্রাসঙ্গিক উত্তর লিখলে ।

৭ নং প্রশ্নের (গ) অংশের সম্ভাব্য নমুনা উত্তর (পূর্ণাঙ্গ)

B দেশটিতে মিশ্র অর্থব্যবস্থা নির্দেশ করছে ।

মিশ্র অর্থব্যবস্থা হলো এমন একটি অর্থব্যবস্থা যা দ্রব্যের উৎপাদন, বিনিয়োগ ও ভোগ ব্যক্তির মালিকানায় স্বীকৃত হওয়ার পাশাপাশি সরকারি উদ্যোগে বিনিয়োগ ও ভোগ করার ব্যবস্থা আছে ।

উদ্দীপকে সরকারি ও বেসরকারি খাতের সহ-অবস্থান, প্রতিযোগিতা, মুনাফা অর্জন ইত্যাদি বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করা যায় । সুতরাং এই অর্থব্যবস্থা মিশ্র অর্থনৈতিক নির্দেশ করে ।

৭ নং প্রশ্নের (ঘ) অংশের নম্বর প্রদান নির্দেশিকা

প্রশ্ন নম্বর	নম্বর	**নম্বর প্রদান নির্দেশিকা**
৭ (ঘ)	৪	A দেশটির অর্থব্যবস্থা চিহ্নিত করে উদ্দীপকের সাথে সম্পর্ক স্থাপন করে মিশ্র অর্থব্যবস্থা চেয়ে ধনতান্ত্রিক অর্থব্যবস্থায় শ্রমিক শোষণ এবং আয় বণ্টনে অসমতা বেশি তা বিশ্লেষণ করতে পারলে ।
	৩	A দেশটির অর্থব্যবস্থা চিহ্নিত করে ধনতান্ত্রিক অর্থব্যবস্থার ধারণা ব্যাখ্যাপূর্বক উদ্দীপকের সাথে সম্পর্ক স্থাপন করতেল ।
	২	ধনতান্ত্রিক অর্থব্যবস্থা ধারণার ব্যাখ্যা করলে ।
	১	ধনতান্ত্রিক অর্থব্যবস্থা লিখলে
	০	ধনতান্ত্রিক অর্থব্যবস্থা লিখতে না পারলে/অপ্রাসংগিক উত্তর লিখলে ।

৭ নং প্রশ্নের (ঘ) অংশের সম্ভাব্য নমুনা উত্তর (পূর্ণাঙ্গ)

A দেশটিতে ধনাতান্ত্রিক অর্থব্যবস্থায় প্রচলিত ।

ধনতান্ত্রিক অথনৈতিক ব্যবস্থায় অর্থনৈতিক কার্যাবলি ব্যক্তিগত উদ্যোগে পরিচালিত হয় । ধনতান্ত্রিক অর্থনৈতিক ব্যবস্থায় সর্বাধিক মুনাফা অর্জনের উদ্দেশ্যেই উৎপাদন প্রক্রিয়া পরিচালিত হয় । উৎপাদন ব্যয় কম রাখার জন্য শ্রমিককে তার ন্যায্য মজুরির চেয়ে কম মজুরি দেওয়া হয় ।

উদ্দীপকে A দেশে উৎপাদনের উপাদানসমূহ ব্যক্তিগত মালিকানা, মুনাফা অর্জন এবং শ্রমিক শোষণ লক্ষ্য করা যায় । সুতরাং A দেশটির অর্থব্যবস্থা গণতান্ত্রিক ।

B দেশটির অর্থব্যবস্থা মিশ্র অর্থব্যবস্থা । মিশ্র অর্থনীতিতে উৎপাদনের যে অংশ সরকারি নিয়ন্ত্রণাধীন, সে অংশে মুনাফা অর্জনের উদ্দেশ্যে উৎপাদন কার্যক্রম পরিচালিত হয় । এ খাতের আওতাধীন কলকারখানা ও উৎপাদন প্রতিষ্ঠানে নিয়োজিত শ্রমিকরা সাধারণত ন্যায্য মজুরি পায় । ফলে সম্পদের সুষম বণ্টন সম্ভব হয় । A দেশে ধনাতান্ত্রিক অর্থব্যবস্থা থাকায় শ্রমিক শোষণ বেশি হয় । সুতরাং বলা যায় B দেশের তুলনায় A দেশের অর্থব্যবস্থায় শ্রমিক শোষণ এবং আয় বণ্টন অসমতা বেশি দেখা যায় ।

৮ নং প্রশ্নের (ক) অংশের নম্বর প্রদান নির্দেশিকা

প্রশ্ন নম্বর	নম্বর	**নম্বর প্রদান নির্দেশিকা**
৮ (ক)	১	সরকারি অর্থব্যবস্থার ধারণা লিখতে পারলে ।
	০	সরকারি অর্থব্যবস্থার ধারণা না লিখতে পারলে/অপ্রাসঙ্গিক উত্তর লিখলে ।

৮ নং প্রশ্নের (ক) অংশের সম্ভাব্য নমুনা উত্তর (পূর্ণাঙ্গ)

রাষ্ট্রের আয় এবং ব্যয় সংক্রান্ত নীতি ও পদ্ধতিকে সরকারি অর্থ ব্যবস্থা বলা হয় ।

৮ নং প্রশ্নের (খ) অংশের নম্বর প্রদান নির্দেশিকা

প্রশ্ন নম্বর	নম্বর	**নম্বর প্রদান নির্দেশিকা**
৮ (খ)	২	আবগরি শুল্ক ধারণাটি ব্যাখ্যা করতে পারলে ।
	১	আবগরি শুল্ক ধারণাটি লিখলে ।
	০	আবগরি শুল্ক ধারণা লিখতে না পারলে/ অপ্রাসঙ্গিক উত্তর লিখলে ।

৮ নং প্রশ্নের (খ) অংশের সম্ভাব্য নমুনা উত্তর (পূর্ণাঙ্গ)

দেশের অভ্যন্তরে উৎপাদিত ও ব্যবহৃত দ্রব্যের উপর যে কর ধার্য করা হয় তাকে আবগরি শুল্ক বলা হয় । রাজস্ব সংগ্রহ ছাড়াও বিভিন্ন ক্ষতিকর দ্রব্যের ভোগ হ্রাস করার উদ্দেশ্যেই আবগারি শুল্ক ধার্য করা হয় ।

৮ নং প্রশ্নের (গ) অংশের নম্বর প্রদান নির্দেশিকা

প্রশ্ন নম্বর	নম্বর	**নম্বর প্রদান নির্দেশিকা**
৮ (গ)	৩	A প্রতিষ্ঠানটি চিহ্নিত করে বাণিজ্যিক ব্যাংকের ধারণাটি ব্যাখ্যাপূর্বক উদ্দীপকের সাথে সম্পর্ক স্থাপন করতে পারলে ।
	২	বাণিজ্যিক ব্যাংক ধারণাটি ব্যাখ্যা করলে
	১	বাণিজ্যিক ব্যাংক লিখলে
	০	বাণিজ্যিক ব্যাংক না লিখলে/ অপ্রাসঙ্গিক উত্তর লিখলে ।

৮ নং প্রশ্নের (গ) অংশের সম্ভাব্য নমুনা উত্তর (পূর্ণাঙ্গ)

উদ্দীপকে A আর্থিক প্রতিষ্ঠানটি বাণিজ্যিক ব্যাংক ।

বাণিজ্যিক ব্যাংকের অন্যতম প্রধান কাজ হলো জনসাধারণের কাছ থেকে আমানত গ্রহণ করা । ঋণ প্রদান বাণিজ্যিক ব্যাংকের আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ কাজ । বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলো প্রধানত স্বল্প মেয়াদী ঋণদান করে । বিনিময়ের মাধ্যম সৃষ্টি করা বাণিজ্যিক ব্যাংকের অন্যতম কাজ । কাগজী নোট প্রচলন করার ক্ষমতা কেবল কেন্দ্রীয় ব্যাংকের থাকলেও বাণিজ্যিক ব্যাংকসমূহ চেক, ব্যাংক ড্রাফট, হুন্ডি, ভ্রমণকারীর ঋণপত্র ইত্যাদি বিনিময়ের মাধ্যম সৃষ্টি করে । বাণিজ্যিক ব্যাংক নিরাপদে এবং দ্রুত টাকা স্থানান্তর করে ।

উদ্দীপকে A প্রতিষ্ঠানটিতে আমানত গ্রহণ করে, ঋণপ্রদান, বিনিময়ের মাধ্যম সৃষ্টি এবং নিরাপদ ও দ্রুত অর্থ স্থানান্তর করে । A প্রতিষ্ঠানটির কার্যাবলির সাথে বাণিজ্যিক ব্যাংকের কার্যাবলির সাদৃশ্য রয়েছে ।

৮ নং প্রশ্নের (ঘ) অংশের নম্বর প্রদান নির্দেশিকা

প্রশ্ন নম্বর	নম্বর	**নম্বর প্রদান নির্দেশিকা**
৮ (ঘ)	৪	B আর্থিক প্রতিষ্ঠানটি চিহ্নিত করে উদ্দীপকের সাথে সম্পর্ক স্থাপন করে বাণিজ্যিক ব্যাংকের কার্যাবলির উপর কেন্দ্রীয় ব্যাংকের নিয়ন্ত্রণ বিশ্লেষণ করতে পারলে ।
	৩	B আর্থিক প্রতিষ্ঠানটি চিহ্নিত করে কেন্দ্রীয় ব্যাকের ধারণা ব্যাখ্যা করে উদ্দীপকের সাথে সম্পর্ক স্থাপন করলে ।
	২	কেন্দ্রীয় ব্যাংকের ধারণা ব্যাখ্যা করতে পারলে ।
	১	কেন্দ্রীয় ব্যাংক লিখলে
	০	কেন্দ্রীয় ব্যাংক না লিখলে / অপ্রাসঙ্গিক উত্তর লিখলে ।

৮ নং প্রশ্নের (ঘ) অংশের সম্ভাব্য নমুনা উত্তর (পূর্ণাঙ্গ)

B আর্থিক প্রতিষ্ঠানটি কেন্দ্রীয় ব্যাংক ।

দেশের কাগজী মুদ্রা প্রচলন ও মুদ্রা ব্যবস্থা স্থিতিশীল রাখা কেন্দ্রীয় ব্যাংকের গুরুত্বপূর্ণ কাজ । ঋণ নিয়ন্ত্রণ কেন্দ্রীয় ব্যাংকের অন্যতম প্রধান কাজ । কেন্দ্রীয় ব্যাংক বিভিন্ন ব্যাংকের পারস্পরিক দেনা-পাওনার ক্লিয়ারিং হাউস হিসেবে দায়িত্ব পালন করে । কেন্দ্রীয় অন্যান্য ব্যাংকের ব্যাংক হিসেবেও কাজ করে । অন্যান্য ব্যাংকে তাদের মূলধনের নির্দিষ্ট অংশ কেন্দ্রীয় ব্যাংকে জমা রাখতে হয় ।

উদ্দীপকের B প্রতিষ্ঠানটি কাগজী মুদ্রা প্রচলন, ঋণ নিয়ন্ত্রণ, ক্লিয়ারিং হাউস এবং অন্যান্য ব্যাংকের ব্যাংক হিসেবে কাজ করে । সুতরাং B আর্থিক প্রতিষ্ঠানটির কার্যাবলির সাথে কেন্দ্রীয় ব্যাংকের কার্যাবলির সাদৃশ্য রয়েছে ।

কাগজী মুদ্রার অভ্যন্তরীণ ও বহি:মূল্য খাতে স্থিতিশীল থাকে তার দায়িত্ব কেন্দ্রীয় ব্যাংকের উপর ন্যস্ত থাকে । কেন্দ্রীয় ব্যাংক জমার পরিমাণ হ্রাস-বৃদ্ধি করে বাণিজ্যিক ব্যাংকের ঋণদান ক্ষমতা নিয়ন্ত্রণ করে । কেন্দ্রীয় ব্যাংকই বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলোকে ঋণ প্রদান করে আর্থিক সংকটের হাত থকে রক্ষা করে । কেন্দ্রীয় ব্যাংক বিভিন্ন ব্যাংকের মধ্যে চেকের মাধ্যমে আন্ত:ব্যাংক দেনা পাওনা মিটিয়ে থাকে ।

৯ নং প্রশ্নের (ক) অংশের নম্বর প্রদান নির্দেশিকা

প্রশ্ন নম্বর	নম্বর	**নম্বর প্রদান নির্দেশিকা**
৯ (ক)	১	সামাজিক নৈরাজ্যের ধারণা লিখতে পারলে ।
	০	সামাজিক নৈরাজ্যের ধারণা না লিখলে/ অপ্রাসঙ্গিক উত্তর লিখলে ।

৯ নং প্রশ্নের (ক) অংশের সম্ভাব্য নমুনা উত্তর (পূর্ণাঙ্গ)

রাষ্ট্রের শাসনযন্ত্র যখন আর কাজ করে না তখন সামাজিক নৈরাজ্য দেখা দেয় ।

৯ নং প্রশ্নের (খ) অংশের নম্বর প্রদান নির্দেশিকা

প্রশ্ন নম্বর	নম্বর	**নম্বর প্রদান নির্দেশিকা**
৯ (খ)	২	কিশোর অপরাধের ধারণাটির ব্যাখ্যা করতে পারলে ।
	১	কিশোর অপরাধের ধারণা লিখলে ।
	০	কিশোর অপরাধের ধারণা লিখতে না পারলে/ অপ্রাসঙ্গিক উত্তর লিখলে ।

৯ নং প্রশ্নের (খ) অংশের সম্ভাব্য নমুনা উত্তর (পূর্ণাঙ্গ)

কিশোর-কিশোরীদের দ্বারা সংগঠিত অপরাধই কিশোর অপরাধ । সুস্থ্য সামাজিক পরিবেশ, মৌলিক চাহিদা থেকে বঞ্চিত হয়ে খারাপ সঙ্গ এবং পাচারকারী ও বিভিন্ন ধরনের অপব্যবহারকারীদের সঙ্গী হয়ে শিশু-কিশোররা যে অপরাধ করে তাকে কিশোর অপরাধ বলে । আমাদের সমাজে বর্তমানে উল্লেখযোগ্য হারে এ সমস্যাটি বিদ্যমান রয়েছে । তাই কিশোর অপরাধ একটি উদ্বেগজগক সামাজিক সমস্যা হিসেবে চিহ্নিত হয়েছে ।

৯ নং প্রশ্নের (গ) অংশের নম্বর প্রদান নির্দেশিকা

প্রশ্ন নম্বর	নম্বর	**নম্বর প্রদান নির্দেশিকা**
৯ (গ)	৩	সামাজিক সমস্যা হিসেবে সড়ক দূর্ঘটনার কারণসমূহ ব্যাখ্যা করতে পারলে
	২	সড়ক দূর্ঘটনা ধারণাটি ব্যাখ্যা করতে
	১	সড়ক দূর্ঘটনা লিখলে
	০	সড়ক দূর্ঘটনা না লিখলে/ অপ্রাসঙ্গিক উত্তর লিখলে ।

৯ নং প্রশ্নের (গ) অংশের সম্ভাব্য নমুনা উত্তর (পূর্ণাঙ্গ)

উদ্দীপকে বর্ণিত সামাজিক সমস্যাটি হলো সড়ক দূর্ঘটনা ।

চালক, মালিক, ট্রাফিক পুলিশ এবং রাস্তার ত্রুটি ও দুর্বলতাজনিত সড়ক কেন্দ্রীক যে দূর্ঘটনা তাই সড়ক দূর্ঘটনা । সড়ক দূর্ঘটনা পৃথিবীর সর্বত্রই ঘটে থাকে । তবে বাংলাদেশে এই পরিস্থিতি ভয়াবহ । তাই এটি একটি সামাজিক সমস্যা হিসেবে চিহ্নিত হয়েছে ।

উদ্দীপকে সড়ক দূর্ঘটনাকে ইঙ্গিত করছে যা আমাদের দেশের জন্য একটি সামাজিক সমস্যা । সড়ক দূর্ঘটনার নানাবিধ কারণ রয়েছে । অদক্ষ ও প্রশিক্ষণবিহীন চালক, আইন ও নিয়ম-নীতি না জানা, মাত্রাতিরিক্ত গতিতে গাড়ি চালানো, অধিকাংশ ট্রাক চালক গাড়িতে অতিরিক্ত মাল বোঝাই করেন । আবার কোনো কোনো ক্ষেত্রে খালি ট্রাকে যাত্রী বোঝাই করে চালায় । শোভাযাত্রা, মিছিল এবং শিক্ষার্থীরা দলেবলে যাওয়ার জন্য ট্রাক ব্যবহার করে যা অনেক সময় দূর্ঘটনায় পতিত হয় । নেশাগ্রস্থ হয়ে চালকরা অনেক সময় গাড়ি চালায় । ফলে দুর্ঘটনা ঘটে । অযোগ্য ও ত্রুটিপূর্ণ গাড়ি ব্যবহার, অতিরিক্ত যাত্রী পরিবহন ইত্যাদি কারণে সড়ক দূর্ঘটনা ঘটে ।

৯ নং প্রশ্নের (ঘ) অংশের নম্বর প্রদান নির্দেশিকা

প্রশ্ন নম্বর	নম্বর	**নম্বর প্রদান নির্দেশিকা**
৯ (ঘ)	৪	সড়ক দূর্ঘটনা হ্রাস করতে শুধু পদক্ষেপ গ্রহণ করলেই হবে না একই সাথে নিরাপদ চলাচলের জন্য নিজেদের করণীয় বিশ্লেষণ করতে পারলে ।
	৩	সড়ক দূর্ঘটনা হ্রাসে শুধু পদক্ষেপ/নিরাপদ চলাচলের জন্য নিজেদের করণীয় যে কোন একটি বিশ্লেষণ করতে পারলে ।
	২	সড়ক দূর্ঘটনা হ্রাসে শুধু পদক্ষেপ/নিরাপদ চলাচলের জন্য নিজেদের করণীয় যে কোন একটি ব্যাখ্যা করতে পারলে ।
	১	সড়ক দূর্ঘটনা হ্রাসে শুধু পদক্ষেপ/নিরাপদ চলাচলের জন্য নিজেদের করণীয় যে কোন একটি লিখতে পারলে ।
	০	অপ্রাসঙ্গিক উত্তর লিখলে ।

৯ নং প্রশ্নের (ঘ) অংশের সম্ভাব্য নমুনা উত্তর (পূর্ণাঙ্গ)

সড়ক দূর্ঘটনা হ্রাস করতে শুধু পদক্ষেপ গ্রহণ করলেই হবে না একই সাথে নিরাপদ চলাচলের জন্য নিজেদেরও কিছু করণীয় আছে ।

সড়ক দূর্ঘটনা হ্রাসে বিভিন্ন পদক্ষেপ : চালক নিয়োগের ক্ষেত্রে যোগ্য চালক নিয়োগ, চালককে নিয়ম-শৃঙ্খলা মেনে গাড়ি চালাতে উদ্বুদ্ধ করা, বেপরোয়া ও নেশাগ্রস্থ অবস্থায় না চালানো, ভারী যান চলাচলের জন্য আলাদা লেনের ব্যবস্থা করা, গাড়ির ছাদে যাত্রী না উঠানো, প্রতিযোগিতা করে না চালানো, আইন-প্রয়োগকারী সংস্থাকে দায়িত্ব পালনে সচেতন হওয়া, প্রচার মাধ্যমকে যথাযথ ভূমিকা পালন করা ।

নিরাপদে চলাচলের জন্য আমাদের করণীয় : ফুটপাত দিয়ে চলাচল করা, দৌড়ে রাস্তা পার না হওয়া, চলন্ত অবস্থায় গাড়িতে না উঠা, শিশু-কিশোরদের বিভিন্ন সড়ক সম্পর্কে পরিচিত করানো, রাস্তায় চলাচলের বিভিন্ন চিহ্ন সম্পর্কে ধারণা দেয়া, পরিবারের ছোটদের নিরাপদ চলাচলে সচেতন করা । বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন শিশু ও প্রবীণদের নিরাপদ চলাচলে সহযোগিতা করা এবং দুর্ঘটনার স্বীকার পরিবারের প্রতি সাহায্য সহযোগিতা করা আমাদের দায়িত্ব ও কর্তব্য ।

সুতরাং দেখা যায় যে, সড়ক দূর্ঘটনা হ্রাসে নিরাপদে চলাচলের জন্য বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণের পাশাপাশি আমাদের সচেতন হয়ে দায়িত্ব পালন করতে হবে ।

১০ নং প্রশ্নের (ক) অংশের নম্বর প্রদান নির্দেশিকা

প্রশ্ন নম্বর	নম্বর	**নম্বর প্রদান নির্দেশিকা**
১০ (ক)	১	কিংসলে ডেভিসের মতে সামাজিক পরিবর্তনের ধারণা লিখতে পারলে ।
	০	অপ্রাসঙ্গিক উত্তর লিখলে ।

১০ নং প্রশ্নের (ক) অংশের সম্ভাব্য নমুনা উত্তর (পূর্ণাঙ্গ)

সমাজ বিজ্ঞানী কিংসলে ডেভিস বলেন, 'সামাজিক পরিবর্তন হচ্ছে সামাজিক সংগঠনের মধ্যকার পরিবর্তন ।'

১০ নং প্রশ্নের (খ) অংশের নম্বর প্রদান নির্দেশিকা

প্রশ্ন নম্বর	নম্বর	**নম্বর প্রদান নির্দেশিকা**
১০ (খ)	২	সমাজ পরিবর্তনে 'সাংস্কৃতিক উপাদান' ধারণাটি ব্যাখ্যা করতে পারলে ।
	১	সাংস্কৃতিক উপাদান ধারণাটি লিখলে ।
	০	অপ্রাসঙ্গিক উত্তর লিখলে ।

১০ নং প্রশ্নের (খ) অংশের সম্ভাব্য নমুনা উত্তর (পূর্ণাঙ্গ)

সংস্কৃতি সামাজিক পরিবর্তন সূচনা করে । সাংস্কৃতিক বৈচিত্র্য, মানুষের মূল্যবোধের পার্থক্য, উদ্দেশ্য ও আদর্শের ভিন্নতার ফলে সৃষ্টি হয়েছে বিভিন্ন সংস্কৃতি লালিত প্রতিষ্ঠান, যা সমাজের মধ্যে নানা পরিবর্তন সৃষ্টি করে । যেমন- ব্রিটিশ রাজত্বের সময় বাংলার সমাজ ব্যবস্থার উপর বিদেশি সংস্কৃতির প্রভাব পরিলক্ষিত হয় । হযরত মুহম্মদ (সা:), যীশু খ্রিষ্ট এসব মহামানবেরা মানুষের সামনে তুলে ধরেছিলেন নতুন দৃষ্টিভঙ্গি, নতুন মূল্যবোধ, নতুন আদর্শ যা সে সময় সমাজে নানামূখী পরিবর্তন সূচনা করেছিল ।

১০ নং প্রশ্নের (গ) অংশের নম্বর প্রদান নির্দেশিকা

প্রশ্ন নম্বর	নম্বর	**নম্বর প্রদান নির্দেশিকা**
১০ (গ)	৩	গ্রামটিতে সামাজিক পরিবর্তনের যে দিকটি ফুটে উঠেছে তা চিহ্নিত করে প্রযুক্তি উপাদানটি ব্যাখ্যাপূর্বক উদ্দীপকের সাথে সম্পর্ক স্থাপন করতে পারলে ।
	২	প্রযুক্তি উপাদান ব্যাখ্যা করতে পারলে ।
	১	প্রযুক্তি উপাদান লিখলে
	০	প্রযুক্তি উপাদান লিখতে না পারলে/ অপ্রাসঙ্গিক উত্তর লিখলে ।

১০ নং প্রশ্নের (গ) অংশের সম্ভাব্য নমুনা উত্তর (পূর্ণাঙ্গ)

উদ্দীপকের গ্রামটিতে সামাজিক পরিবর্তনের প্রযুক্তি উপাদানটি কাজ করেছে ।

প্রযুক্তি হলো বিজ্ঞানের প্রায়োগিক দিক । প্রযুক্তির প্রচলন ও প্রসারের মাধ্যমে সমাজ ব্যবস্থার অন্তর্ভুক্ত ব্যক্তিবর্গের মানসিক গঠন এবং সামাজিক কাঠামোর পরিবর্তন সাধিত হয় । কৃষিক্ষেত্রে প্রযুক্তিবিদ্যার কল্যাণে উন্নত জাতের বীজ, সেচ, সার প্রয়োগের ফলে কৃষি উৎপাদন বহুগুণে বেড়ে গেছে । তাছাড়া আমাদের দেশে এখন মৎস্য চাষে নতুন নতুন পদ্ধতির প্রয়োগ লক্ষ্য করা যায় । চিংড়ি চাষে অভাবনীয় পরিবর্তন, সমন্বিত মাছ চাষ, গবাদিপশুর, প্রজনন, গরু মোটাজাতাকরণ প্রভৃতি প্রযুক্তির প্রত্যক্ষ ফসল ।

উদ্দীপকে বিপ্লব ও বিকাশের কথোপকথনের মাধ্যমে কম্পিউটার ক্রয়, মৎস্য খামার গড়ে তোলা, ট্রাক্টর দিয়ে জমি চাষ, উন্নত বীজ সংগ্রহ করা ইত্যাদি সবই প্রযুক্তির উপাদানের প্রত্যক্ষ প্রভাব যা সমাজে পরিবর্তন সাধন করে ।

১০ নং প্রশ্নের (ঘ) অংশের নম্বর প্রদান নির্দেশিকা

প্রশ্ন নম্বর	নম্বর	**নম্বর প্রদান নির্দেশিকা**
১০ (ঘ)	৪	সামাজিক পরির্তনে নারীর ভূমিকা ব্যাখ্যা করে উদ্দীপকের সাথে সম্পর্ক স্থাপন সমাজ জীবনে নারীর ক্ষমতায়ন ও মর্যাদা বিশ্লেষণ করতে পারলে ।
	৩	সামাজিক পরিবর্তনে নারীর ভূমিকা ব্যাখ্যাপূর্বক উদ্দীপকের সাথে সম্পর্ক স্থাপন করতে পারলে ।
	২	সামাজিক পরিবর্তনে নারীর ভূমিকা ব্যাখ্যা করতে পারলে ।
	১	সামাজিক পরিবর্তনে নারীর ইতিবাচক ভূমিকা লিখলে ।
	০	অপ্রাসঙ্গিক উত্তর লিখলে ।

১০ নং প্রশ্নের (ঘ) অংশের সম্ভাব্য নমুনা উত্তর (পূর্ণাঙ্গ)

উদ্দীপকে সামাজিক পরিবর্তনের নারীর ইতিবাচক ভূমিকা লক্ষ্য করা যায় ।

গ্রাম পর্যায়েও নারীরা সরকারি সংস্থা কিংবা বেসরকারি সংস্থা থেকে ঋণ নিয়ে আত্মকর্মসংস্থান সৃষ্টি করেছে । এ কর্মসংস্থানগুলোর মধ্যে রয়েছে বৃক্ষরোপন, মৎস্য চাষ, হাঁস-মুরগি পালন, টেইলারিং, ফল-ফুলের ব্যবসা প্রভৃতি । নারী শিক্ষা অবৈতনিক হওয়ায় গ্রামীণ মেয়েরা আগের চেয়ে পড়াশুনার সুযোগ বেশি পাচ্ছে । তাছাড়া গ্রামীণ সমাজের মানুষ ছেলে শিক্ষার্থীর পাশাপাশি কন্যা শিশুর শিক্ষাকে সমানভাবে গুরুত্ব দিচ্ছে ।

উদ্দীপকে বিকাশের স্ত্রীর গ্রামের নারীদের নিয়ে মৎস্য খামার গড়ে তোলা, তার উপার্জিত আয়ে তাদের ছেলে-মেয়েদের বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ার খরচ চালানো ইত্যাদি কার্যক্রমে নারীর ভূমিকা পরিলক্ষিত হচ্ছে যা সমাজে ইতিবাচক পরিবর্তন সাধন করছে ।

সুতরাং দেখা যাচ্ছে যে এখন নারীরা পুরুষের পাশাপাশি অর্থনৈতিক ও সামাজিক দায়িত্বও পালন করছে । ফলে নারীর এই ইতিবাচক ভূমিকা নারীর ক্ষমতায়নের পথকে সুগম করেছে এবং নারীর মর্যাদা বৃদ্ধি করেছে ।

১১ নং প্রশ্নের (ক) অংশের নম্বর প্রদান নির্দেশিকা

প্রশ্ন নম্বর	নম্বর	**নম্বর প্রদান নির্দেশিকা**
১১ (ক)	১	এরিস্টোটলের ভাষায় নাগরিকের সংজ্ঞা লিখলে ।
	০	অপ্রাসঙ্গিক উত্তর লিখলে ।

১১ নং প্রশ্নের (ক) অংশের সম্ভাব্য নমুনা উত্তর (পূর্ণাঙ্গ)

সেই ব্যক্তিই নাগরিক যে নগর রাষ্ট্রের প্রতিনিধিত্ব ও শাসনকার্যে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করে ।

১১ নং প্রশ্নের (খ) অংশের নম্বর প্রদান নির্দেশিকা

প্রশ্ন নম্বর	নম্বর	**নম্বর প্রদান নির্দেশিকা**
১১ (খ)	২	৫ এপ্রিল, ২০০৯ তথ্য অধিকার আইন ধারণাটি ব্যাখ্যা করতে পারলে ।
	১	৫ এপ্রিল, ২০০৯ তথ্য অধিকার আইন ধারণা লিখলে ।
	০	অপ্রাসঙ্গিক উত্তর লিখলে ।

১১ নং প্রশ্নের (খ) অংশের সম্ভাব্য নমুনা উত্তর (পূর্ণাঙ্গ)

প্রত্যেক নাগরিকের কর্তৃপক্ষের নিকট হতে তথ্য পাওয়ার অধিকার রয়েছে এবং কর্তৃপক্ষও একজন নাগরিকের তথ্য প্রদানে বাধ্য থাকবে । আইন অনুযায়ী সরকারের কোনো মন্ত্রণালয়, বিভাগ বা কার্যালয়ের সাথে সংযুক্ত বা অধীনস্থ কোনো অধিদপ্তর, পরিদপ্তর বা দপ্তরের প্রধান কার্যালয়, বিভাগীয় কার্যালয়, আঞ্চলিক কার্যালয়, জেলা কার্যালয় বা উপজেলা কার্যালয় তথ্য প্রদান ইউনিট হিসেবে কাজ করবে ।

১১ নং প্রশ্নের (গ) অংশের নম্বর প্রদান নির্দেশিকা

প্রশ্ন নম্বর	নম্বর	**নম্বর প্রদান নির্দেশিকা**
১১ (গ)	৩	ব্রীজ নির্মাণে বিষয়টি চিহ্নিত করে ঐচ্ছিক কাজের ধারণাটি ব্যাখ্যাপূর্বক উদ্দীপকের সাথে সম্পর্ক স্থাপন করতে পারলে ।
	২	ঐচ্ছিক কাজ ধারণাটি ব্যাখ্যা করতে পারলে ।
	১	ঐচ্ছিক/ গৌণ কাজ লিখলে
	০	ঐচ্ছিক/ গৌণ কাজ লিখতে না পারলে/ অপ্রাসঙ্গিক উত্তর লিখলে ।

১১ নং প্রশ্নের (গ) অংশের সম্ভাব্য নমুনা উত্তর (পূর্ণাঙ্গ)

ব্রীজ নির্মাণ রাষ্ট্রের ঐচ্ছিক বা গৌণ কাজের অন্তর্ভুক্ত ।

জনকল্যাণ ও উন্নয়নের জন্য রাষ্ট্রে যে কাজ করে তাকে ঐচ্ছিক কাজ বা গৌণ কাজ বলে । রাস্তাঘাট, সেতু নির্মাণ, সড়ক, রেলপথ, নৌ-চলাচল, বিমান যোগাযোগ স্থাপন, ডাক, তার ও টেলিযোগাযোগ ব্যবস্থা ও যোগাযোগের আধুনিক প্রযুক্তির সাথে সংযুক্ত থাকা রাষ্ট্রের গুরুত্বপূর্ণ ঐচ্ছিক কাজ ।

উদ্দীপকে বরিশাল জেলার রহমতপুর গ্রামে একটি ব্রীজের অভাব বোধ করলে ঐ এলাকার মাননীয় সংসদ সদস্যের সহায়তায় ব্রীজটি তৈরি হওয়ায় গ্রামের সবার খুব উপকার হয় । ছাত্র-ছাত্রীরা সহজেই স্কুল-কলেজে যাতায়াত করতে পারছে । সুতরাং রহমতপুর গ্রামের ব্রীজ নির্মাণ রাষ্ট্রের অবকাঠামোগত উন্নয়নমূলক কাজ যা রাষ্ট্রের ঐচ্ছিক বা গৌণ কাজের অন্তর্ভুক্ত ।

১১ নং প্রশ্নের (ঘ) অংশের নম্বর প্রদান নির্দেশিকা

প্রশ্ন নম্বর	নম্বর	**নম্বর প্রদান নির্দেশিকা**
১১ (ঘ)	৪	অপরিহার্য কাজের ধারণাটি ব্যাখ্যাপূর্বক উদ্দীপকের সাথে সম্পর্ক স্থাপনপূর্বক একমত পোষণ না করে বিশ্লেষণ করতে পারলে ।
	৩	অপরিহার্য কাজের ধারণাটি ব্যাখ্যাপূর্বক উদ্দীপকের সাথে সম্পর্ক স্থাপন করতে পারলে ।
	২	অপরিহার্য কাজের ধারণাটি ব্যাখ্যা করতে পারলে ।
	১	অপরিহার্য/মূর্খ কাজ লিখলে ।
	০	অপরিহার্য/মূর্খ কাজ না লিখলে/ অপ্রাসঙ্গিক উত্তর লিখলে ।

১১ নং প্রশ্নের (ঘ) অংশের সম্ভাব্য নমুনা উত্তর (পূর্ণাঙ্গ)

দুপক্ষের লোকজনের সংঘর্ষ থেকে নিবৃত্ত করা রাষ্ট্রের মুখ্য বা অপরিহার্য কাজের অন্তর্ভুক্ত ।

নাগরিকদের জীবন ও সম্পত্তির নিরাপত্তা এবং ব্যক্তি স্বাধীনতা রক্ষার নিশ্চয়তা থেকে রাষ্ট্র সৃষ্টি হয় । জনসাধারণকে আইন মেনে চলতে বাধ্য করা । সমাজের শান্তি ভঙ্গকারীদের শাস্তির বিধান করা এবং সামগ্রিক অভ্যন্তরীণ শান্তি-শৃঙ্খলা বজায় রাখা রাষ্ট্রের মূখ্য কাজ । রাষ্ট্র আইন-শৃঙ্খলা রক্ষার্থে পুলিশ, র‍্যাব ও অন্যান্য আধা-সাময়িক বাহিনী গড়ে তোলে ।

উদ্দীপকে রহমতপুর গ্রামে ব্রীজের সংযোগ সড়কটি কোন দিক দিয়ে শুরু হবে এ নিয়ে গ্রামের দু'পক্ষ লোকজনের মধ্যে সংঘর্ষ শুরু হয় । পরবর্তীতে পুলিশ, র‍্যাব, আনসার ও গ্রাম প্রতিরক্ষা দলের সহায়তায় দুপক্ষকে নিবৃত্ত করার কাজটি রাষ্ট্রের অপরিহার্য বা মুখ্য কাজ ।

সুতরাং উপরোক্ত আলোচনায় বলা যায় যে, গ্রামের লোকজনের সংঘর্ষ থেকে নিবৃত্ত করা রাষ্ট্রের ঐচ্ছিক কাজ নয় বরং এটি অপরিহার্য কাজ ।